স্কুলে যাওয়ার পথে ছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলায় এক স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে তিন দিন বন্দী রেখে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ধর্ষিতার বড় ভাই আবুল কাশেম বাদী হয়ে ৩ জনকে আসামি করে থানায় মামলা দায়ের করেছেন। শুক্রবার (২ আগস্ট) ওই স্কুলছাত্রীকে মেডিকেল চেকআপ করাতে চাঁদপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মামলায় আসামিরা হলো বখাটে সাখাওয়াত হোসেন (২০), তার বড় ভাই মীর হোসেন (২৬) ও তাদের বাবা মো. আবদুল লতিফ।

মামলার বিবরণীতে জানা গেছে, উপজেলার গন্ধর্বপুর উত্তর ইউনিয়নের জগন্নাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী (১৮) ওই ছাত্রীকে প্রতিদিন স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে একই ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামের পূর্ব ফরাজী বাড়ির আবদুল লতিফের ছেলে সাখাওয়াত প্রেমের প্রস্তাব দেয়।

গত ২৯ জুলাই দুপুরে ওই ছাত্রী স্কুলে যাওয়ার পথে সাখাওয়াতসহ কয়েকজন তাকে নেশাজাতীয় দ্রব্য দিয়ে অচেতন করে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে অপহরণ করে। পরে ওই ছাত্রীর জ্ঞান ফিরলে সে বুঝতে পারে একটি বহুতল ভবনের বন্ধ ঘরে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। সাখাওয়াত অপহরণ করে তাকে চট্টগ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে কয়েকবার ধর্ষণ করে।

আরো পড়ুন: টেলিভিশন চালিয়ে ৭ বছরের শিশুকে ধর্ষণ

বৃহস্পতিবার (১ আগস্ট) ভোর ৪টায় ওই ছাত্রীকে অচেতন অবস্থায় তাদের গ্রামের বাড়ির সামনে ফেলে দিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। বাড়ির লোকজন তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তার জ্ঞান ফিরলে সে পরিবারের সবাইকে ঘটনাটি খুলে বলে।

মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে হাজীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর হোসেন রনি জানান, তিনজনকে আসামি করে নির্যাতিত ছাত্রীর বড় ভাই মামলা করেছেন। ওই স্কুলছাত্রীকে মেডিকেল চেকআপ করাতে চাঁদপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আসামিদের ধরার জন্য অভিযান চলছে।